বৈদেশিক সম্পর্ক

(২০০৯-২০১২)

- জাতির পিতার আদর্শ, "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়"। এর আলোকে সকল রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ সমৃদ্ধ একটি সমন্বিত কার্যকর ও সুসংহত পররাষ্ট্র নীতি এবং কূটনৈতিক কুশলতার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বাঙ্গনে উচ্চাসনে উত্তোরণ।

রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ মার্চ ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

- দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূমিকা জাতিসংঘসহ সর্বত্র প্রশংসিত।

- দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবা প্রদানসহ বহুমাত্রিক কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা।

- ২০১১ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র উন্নয়ন ও শান্তির জন্য "জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল" উপস্থাপন। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র ২০১২ সালে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ।

- জাতিসংঘে ২০১১ সালে বাংলাদেশের উত্থাপিত "শান্তির সংস্কৃতি" প্রস্তাবটিও পাশ।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা হোসেন পুতুলের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী "অটিজম সচেতনতা" সৃষ্টির লক্ষ্যে আরেকটি প্রস্তাব ২০১২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উত্থাপন। সেটিও ২০১২ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত।
- বাংলাদেশের জন্য এক বিরল সম্মান অর্জন। বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে বীর হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। ৪ দশক পর বাংলাদেশ আবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত।
- শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০১০ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার লাভ।
- স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড পুরস্কার লাভ।
- দ্বিপাক্ষিক আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ৩৭টি দেশের সঙ্গে ১৩৮টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষর।
- কূটনৈতিক কার্যক্রমের প্রসারে ১৮টি মিশন ও সাব মিশন প্রতিষ্ঠা।
- এথেন্স-এ দূতাবাস স্থাপন। মিলান ও ইস্তাম্বুল-এ কনস্যুলেট অফিস চালু। কাবুল, খার্তুম ও ফ্রি টাউন-এ মিশন চালুর কার্যক্রম সম্পন্ন।
- মেক্সিকো, ব্রাজিল, মরিশাস ও পর্তুগালে দূতাবাস কার্যক্রম শুরু। লেবাননে দূতাবাস, তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও চীনের কুনমিং এ কনস্যুলেট জেনারেল, ভারতের মুম্বাইয়ে উপ-হাইকমিশন এবং ভারতের আগরতলা মিশনকে সহকারী হাইকমিশনে উন্নীতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- অষ্ট্রিয়া, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়ার দূতাবাস এবং চেন্নাই ও গৌহাটিতে কনস্যুলেট জেনারেল অফিসের জন্য পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ২০০২-২০০৮ পর্যন্ত জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির দেশ হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের যে নেতিবাচক পরিচয় ছিল তা ঘুচিয়ে বাংলাদেশ আজ অগ্রসরমান, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবাধিকার রক্ষাকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত।
- জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের নভেম্বর, ২০১১ এর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য একটি "মডেল দেশ" হিসেবে আখ্যা প্রদান।
- বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন প্রয়াস, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জলবায়ুজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের দায়িত্বশীল ও সক্রিয় ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। এলডিসিভুক্ত ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সমন্বয়কের ভূমিকা পালন। বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল।

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, চীন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, ভারতসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি দেশের প্রশংসা অর্জন।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বাধিক সৈন্য ও পুলিশ সদস্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ।
- ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ও হেরিটেজ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইকোনোমিক ফ্রিডম ইনডেক্স ২০১০ এ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও প্রবৃদ্ধির স্বীকৃতি।
- ব্রিটেনের গবেষণা সংস্থা "বিজনেস মনিটর ইন্টারন্যাশন্যাল" এর বাংলাদেশ সংক্রান্ত রিপোর্টে দেশের অর্থনৈতিক উচ্চ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস।
- শান্তি ও মানবাধিকার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে "সামিট ডিপ্লোমেসি" তে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বলিষ্ঠ অবস্থান।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ১৬তম জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ আগস্ট ২০১২ তেহরানে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় অবাধ যাতায়াতের জন্য তিনবিঘা করিডোর ২৪ ঘণ্টা উন্মুক্তকরণ।
- ভারতের সাথে ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রটোকল স্বাক্ষর। ভবিষ্যতে বহুমাত্রিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি সই।
- ভারতের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশে অগ্রগতি অর্জন।

- ভৌত সংযোগ কাঠামো নির্মাণ, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন ও যৌথ ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি। দু'দেশের সীমানায় বাংলাদেশীদের হত্যার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তীব্র প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে সীমানায় হত্যার ঘটনা হ্রাস।

- বাংলাদেশ-ভারত ১০০ কোটি ডলার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর। ঋণের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

- যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন, বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত।

- সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমীরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি। বাংলাদেশীদের ইকামা ট্রান্সফার সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ। শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক বেতন বৃদ্ধি।

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অধিকতর জোরদারকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

- আশিয়ান রিজিওনাল ফোরাম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা সংলাপে অংশগ্রহণ।

- অভিবাসন সংক্রান্ত বালি প্রোসেস এবং বালি গণতন্ত্র ফোরামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি।

- রাশিয়ার সাথে নতুনভাবে বহুমাত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

- ভারত ও মায়ানমারের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ অনিষ্পন্ন সমুদ্রসীমা নির্ধারণে ২০০৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল অন দ্যা ল অব দ্যা সী (ইটলস) এ অভিযোগ উত্থাপন। ১৪ মার্চ ২০১২ ঐতিহাসিক রায় প্রদান। বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয়।

- মায়ানমারের সাথে সমুদ্র জয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

মায়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়ে ২৮ এপ্রিল ২০১২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় নাগরিক কমিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করেন।

- ভারতের বিরুদ্ধে স্থায়ী সালিস ট্রাইব্যুনালে করা সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত অভিযোগের উপর যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত। ২০১৪ সালে রায় ঘোষণা।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা যথাযথভাবে প্রদর্শনপূর্বক বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ রাজনৈতিক মানচিত্র প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও চীনের সমন্বয়ে যৌথ নদীসমূহের পানি বণ্টনের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ।
- বিমসটেকের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সংস্থাটির স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- এশিয়া ও ইউরোপের ৫১টি দেশের জোট এশিয়া-ইউরোপ মিটিং (আসেম) এর সদস্যপদ লাভ।
- আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও এর অঙ্গসংগঠন, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, সার্ক ও বিমস্টেক, ডি-৮, ভারত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা, এশিয়া সহযোগিতা সংলাপ, আসেম এর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার, নিরস্ত্রীকরণে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ও অর্জন প্রশংসিত।
- সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে "জিরো টলারেন্স", জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে একযোগে কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সার্ক চার্টার অব ডেমোক্রেসী প্রণয়ন, সন্ত্রাস নির্মূলে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত ১২টি কনভেনশন ও প্রটোকলে অংশীদার হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

- বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুযায়ী খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে "সার্ক শস্য ভাণ্ডার" গঠন।
- জাতিসংঘের আইএমও কাউন্সিল, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনইপি, এফএও, ইউএন ওমেন এর নির্বাহী বোর্ড এবং আইটিইউ, হিউম্যান রাইটস্ কাউন্সিল, ইকোসোক, কমিশন ফর সোস্যাল ডিভালাপমেন্ট, ইউনেস্কো, ডব্লিউএইচও, সিডও কমিটি, আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশন, কনফারেন্স অন ডিসআরমামেন্ট, ইউএন পিস বিল্ডিং কমিশন এর সদস্য পদসহ বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশ নির্বাচিত। জাতিসংঘ পিস বিল্ডিং কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ নভেম্বর ২০১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। বেলারুশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন সফররত দেশটির প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মায়াসনিকোভিচ।

- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও বৈশ্বিক কাঠামোতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে আইনের শাসন, শান্তি বিনির্মাণ, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম, অটিজম স্পিকস্, জাতিসংঘ মহাসচিবের এডুকেশন ফার্স্ট ইনিসিয়েটিভ ও ইকুয়েল ফিউচার পার্টনারশীপসহ উচ্চ পর্যায়ের ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বমূলক ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত।
- এলডিসি'র মুখপাত্র ও সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব অঙ্গনে এলডিসি'র স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।
- আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য ফ্যাক্টস-ফাইন্ডিং মিশন প্রেরণ।
- মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশীদের বৈধ কাগজপত্রবিহীন ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮০৬ জন বাংলাদেশের নাগরিকের বৈধকরণ। মালয়েশিয়ায় আবার বাংলাদেশী শ্রমিক পাঠানো শুরু।
- সরকারের প্রচেষ্টার ফলে কুয়েতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি।

- প্রবাসী ও অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় শ্রমিক প্রেরণকারী দেশসমূহের জোট "কলম্বো প্রসেস" এর নেতৃত্ব গ্রহণ।
- বাংলাদেশী এমভি জাহানমনি জাহাজের ২৫ জন ক্রু ও একজন ক্রুর স্ত্রীসহ মোট ২৬ জন বাংলাদেশের নাগরিককে সোমালিয়ার জলদস্যুদের নিকট থেকে উদ্ধার।
- আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী চক্রের হাতে জিম্মি ৭ জন বাংলাদেশের শ্রমিককে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনা।
- পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সেদেশের সেনাবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণের নিকট আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও অবিভাজিত সম্পদে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আদায় এবং আটকে পড়া পাকিস্তানীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশের দাবি বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপন।
- বাংলাদেশের দু'টি শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাসরত নিবন্ধিত ও নাগরিকত্ব যাচাইকৃত মায়ানমারের শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত।
- মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ বিশেষ করে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমীরাত, ওমান ও বাহরাইনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে ইতিবাচক উন্নতি।
- বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে সৌদি আরব, কাতার ও কুয়েতের বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে বিরাজমান সুসম্পর্ক বহুমাত্রিক প্রসার লাভ। রাজনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি।
- বাংলাদেশী নাগরিকদের দেশে এবং দেশের বাইরে সনদ ও দলিল প্রত্যয়ন, আমমোক্তার নামা সত্যায়ন, নোটভারবাল, কূটনৈতিক পাসপোর্ট এবং সার্ক ভিসা স্টিকার প্রদান, বিদেশে মিশনগুলোতে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও ভিসা প্রদান, বিদেশে আটক বাংলাদেশী নাগরিকদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, চাকুরীজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কনস্যুলার সেবা প্রদান।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহির্বিশ্বে প্রচার।
- জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ও নারী মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র প্রণয়ন।